গাংনীতে অবৈধ ভাবে ডিজেল মজুদের চেষ্টার ঘটনায় মামলা, আটক ২

মেহেরপুরে অবৈধ ভাবে লরি থেকে তেল নামানোর ঘটনায় গাড়ির চালক ও তেল ক্রেতার নামে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে তাদের বিরুদ্ধে মামলা শেষে আদালতের মাধমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

আটকৃতরা হলেন, একই উপজেলার ছাতীয়ান গ্রামে উজ্জ্বল হোসেন ও সাহেব নগর গ্রামের রিপন হোসেন।

গাংনী থানার ওসি তদন্ত আল মামুন জানিয়েছেন, রাত আড়াইটার দিকে গাংনী উপজেলার সাহেবনগর বাজারে একটি সার ও কীটনাশকের দোকানে অবৈধ ভাবে অধিক মুলে বিকির উদ্দেশে লরি থেকে তেল নামানোর খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। এসময় তাদের কাছে থাকা সাড়ে ৪ হাজার লিটার ডিজেল তেল বোঝায় লরিটি থানা হেফাজতে নেওয়া হয়।

অবৈধভাবে তেল বেচাকেনার দায়ে লরি চালক উজ্জল হোসেন ও তেল কেনায় জড়িত রিপন আলীর বিরুদ্ধে মামলা শেষে আজ শুক্রবার বিকেলে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

দর্শনায় কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা মামলার প্রধান আসামীসহ গ্রেফতার ৪

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন দর্শনা পৌরসভা এলাকার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের রিপন (৪৫) নামে একজনকে কুপিয়ে গুরুতর জখম মামলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী খাইরুল(৩৫), হাশেম

আলী(৫৬), আব্দুল কুদ্দুস (৩০) ও শরিফুল ইসলাম (২৮) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) ভোরে ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার পুড়া পাড়া গ্রামে থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা দর্শনা থানাধীন দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ বুধবার ভোরে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মনিরুল ইসলামের নির্দেশে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগশন-এর সহযোগিতায় পুলিশের একটি বিশেষ টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মহেশপুর থানা পুলিশের সহযোগিতায় ঝিনাইদাহ জেলার মহেশপুর উপজেলার পুড়াপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে বিএনপি কর্মী রিপনকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করা মামলার আসামি নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী খায়রুল ইসলাম, হাসেম আলী, আব্দুল কুদ্দুস ও শফিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে। এরপর তাদেরকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

উল্লেখ্য, গত রবিবার সন্ধ্যায় দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত্য মান্নানের ছেলে রিপন নিজ বাড়ি থেকে ইফতার শেষ করে ঈশ্বরচন্দ্রপুর বড় জামে মসজিদে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করার সময় আগে থেকে ওত পেতে থাকা আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী খায়রুল ও হাশেম সহ ৪/৫ জন তার উপরে হামলা করে। এরপর তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলো পাতাড়ী কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। হামলার পর সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।তার অবস্থা অবনতি হলে ওই রাতেই তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা বিরাজ করছিল। অভিযোগ রয়েছে, আওয়ামী লীগ সমর্থিত হাসেম ও খায়রুল কামড়ি গং রিপনের মধ্যে পূর্বে বাগবিতণ্ডা হয়। এ বিরোধের জের ধরেই পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি পরিবারের।

এ ঘটনার প্রতিবাদে রাত ৯টার দিকে দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক নাহারুল ইসলাম মাস্টারের নেতৃত্বে শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলে বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। পরে তারা দর্শনা থানা ঘেরাও করে দ্রুত আসামিদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট বলেন, রিপনের ওপর হামলা পরিকল্পিত। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই ইফতার শেষে মসজিদে যাওয়ার পথে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে কুপিয়ে জখম করা হয়েছে। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় এবং অবিলম্বে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবি করছি।

ওই রাতেই আহত রিপনের ভাই রুবেল বাদী হয়ে খাইরুল, হাশেম, কুদ্দুস ও শফিকুল সহ ১৩ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ২০-২৫ জনের নামে দর্শনা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এরপর জেলা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট আসামিদের ধরতে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান পরিচালনা করেন। অবশেষে ৩ দিন পর আজ বুধবার ভোরে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সহযোগিতায় পুলিশের একটি টিম ৪ জনকে গ্রেফতার করে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, অন্য আসামিদের ধরতে পুলিশের একাধিক টিম তৎপর রয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে বলেও তিনি জানান।

মেহেরপুরে ক্রয়কৃত জমি দখল চেষ্টার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামে ক্রয়কৃত জমির ফসল কর্তন, জমি দখলে বাঁধা প্রদান এবং হত্যার হুমকির অভিযোগ উঠেছে একই এলাকার কদর ও তার সহযোগী জাইদুল ও ছাকাতের বিরুদ্ধে। যার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভূগী ইস্তাদুল হক।

গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে ইস্তাদুল হক তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, মেহেরপুর

কালেক্টরীর অধীন ১৯ নং দক্ষিণ শালিকা মৌজার অন্তর্গত আরএস ২৫৯৯ দাগের ৪২ শতক ও আরএস-৩১০৬ দাগের ৩২ শতক জমি আরএস- ৬৬০ খতিয়ানে এবং আরএস-৩০৭২ দাগে ২০ শতক আরএস- ৪৬০ নং খতিয়ানে জমির মালিক তাহাজ উদ্দিন সেখ। তাহাজ উদ্দিন সেখ মারা গেলে তার মেয়ে ছায়রা খাতুন, আমিরন নেছা ও ছেলে আক্তারুল ওয়ারিশ সূত্রে ওই জমির মালিক এবং দখলদার ছিলেন। অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হলে তাদের অংশের জমি বিক্রয় করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ শুরু করেন। ওই জমি ক্রয় করতে ইস্তাদুল হক আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরে ২০১৪ সালের ২২ অক্টোবর ৫৯৫৬/১৪ নং রেজিষ্টি কবলা দলিল মূলে আরএস ২৫৯৯ দাগের ৪২ শতক জমির মধ্যে ১৬.৫০ শতক এবং আরএস ৩১০৬ দাগের ৩২ শতক জমির মধ্যে ১৩.৫০ শতক এবং আরএস ৩০৭২ দাগের ২০ শতক জমির মধ্যে ১০ শতক মোট-৪০ শতক জমি ইস্তাদুল হক ক্রয় করেন। জমি ক্রয়ের পর থেকে দীর্ঘ ১২ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইস্তাদুল হক ওই জমিতে বিভিন্ন ফসল চাষ-আবাদ করে আসছেন। বর্তমানে ওই জমিতে গম ও কলার আবাদও করেছেন ইস্তাদুল হক।

তবে দীর্ঘ বছর পর ক্রয়কৃত ওই জমি নিজেদের শরীক দাবি করে কদর আলী ও তার ভাড়াটিয়া জাইদুল এবং ছাকাত ওই জমি দখলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জমি নিয়ে ইতিপূর্বে কদর আলী মেহেরপুর যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালতে ২০১৩ সালে একটি মামলা দায়ের করে। যার মামলা নং মেহেরপুর দেং- ৮৩/২০১৩। ২০১৭ সালের ২২ আগষ্ট চূড়ান্ত শুনানীতে মামলাটি খারিজ করে দেয় আদালত।

মামলাটি খারিজের পর ২০২৫ সালের ৭ নভেম্বর কিটনাশক স্প্রে করে গম এবং গত ৬ জানুয়ারি জমির সমস্ত কলা গাছ কেটে তছরুপও করে। এছাড়াও বর্তমানে প্রকাশ্যে ইস্তাদুল হককে হত্যা এবং জমি দখল করার হুমকি দিচ্ছে তারা। বর্তমানে ইস্তাদুল হকের দায়ের করা একটি মামলা সহকারী জজ আদালতে চলমান রয়েছে। যার মামলা নং মেহেরপুর দেং- ৩৩/২৬।

ইস্তাদুল হক বর্তমানে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছেন এবং তিনি প্রশাসনের নিকট সু-বিচার দাবি করেছেন।

মানুষের উপকার করার চেষ্টা করি, অপকার করি না

বিজিএমইএ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেছেন, আমরা যদি মনে করি আমরা ভালো থাকতে চাই, আমরা যদি মনে করে অত্র এলাকার অবকাঠামো অর্থাৎ আমরা যদি মনে করি রাস্তা- ঘাটের উন্নয়ন চলমান থাকবে, আমরা যদি মনে করি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে, আমরা যদি মনে করি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে এবং সর্বোপরি অত্র এলাকার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে, তাহলে ধানের শীষের পক্ষে ভোট দিতে হবে।

আজ শুক্রবার বিকেলে গড়াইটুপি ইউনিয়নে পথসভায় এসব কথা বলেন তিনি। এদিন বেলা ৩টায় মাহমুদ হাসান খান বাবু গড়াইটুপি ইউনিয়নের খাড়াগোদা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে কে টি জি এম ক্লাব আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার উদ্বোধন করেন। পরে তিনি গড়াইটুপি ইউনিয়নে বিভিন্ন গ্রামে নির্বাচনী পথসভা করেন।

পথসভায় তিনি আরও বলেন, এই বিশ্বাস আমরা সবাই করি। আমরা এখানে যারা আছি শতকরা ৯০ শতাংশ মানুষ ধরেন এই আদর্শে বিশ্বাস করি। অন্য ১০ জন আমরা কী বলছি সেটা শোনার জন্য এসেছি।এই যে ৯০ জন আমরা এসেছি শতকরা, আমাদের কাজ হবে, আমাদের এই ধানের শীষের প্রতি মানুষের আস্থাটা যাতে বজায় থাকে এবং ছড়িয়ে দেওয়া। আমরা তো এই কয়টা মানুষের ভোটে জিতন না। আমাদের জিততে হলে আমাদের বিশেষ করে যারা মা-বোন যারা বাসায় আছে তাদের সঠিক জিনিসটা বোঝাতে হবে।

জেলা বিএনপি’র সভাপতি বলেন, আপনারা অতীতে দেখেছেন, বিএনপি যখনই ক্ষমতায় এসেছে, যারা বিশেষ করে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে আমরা আমাদের নেতা নির্বাচন করেছি, উন্নয়ন করার চেষ্টা করেছেন, কোনো জায়গায় সফল হয়েছে, কোনো জায়গায় হয়নি। কিন্তু উন্নয়নের নামে, কারও চাকরি-বাকরি দেওয়ার নাম করে, কারও সুপারিশের জন্য কোনো জায়গায় কোনো ধরনের দুর্নীতি আমাদের আগের যিনি এমপি ছিল মোজাম্মেল হক সাহেব, উনি করেছিলেন? না করিনি। উনারই উত্তরশরী আমরা, আমরা একই আদর্শ বহন করি এবং মানুষের উপকার করার চেষ্টা করি, না পারলে অন্তত অপকার করি না। চলার পথে আমাদের নেতা-কর্মীর আমিসহ কোনো যদি ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে এটা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিলটন, দর্শনা থানা বিএনপির থানা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত, সহসভাপতি মো. আক্তার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মহিদুল জোয়ার্দ্দার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. খাইরুল হাসান, গড়াইটুপি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. মহাব্বত আলী, সহসভাপতি মো. রবিউল হক, সাধারণ সম্পাদক মো. শরিফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আতিয়ার রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. সাহাজুল হক প্রমুখ।

গাংনীতে ধর্ষণ চেষ্টা মামলায় একজন গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে ধর্ষণ চেষ্টা মামলায় বাকী মালিথা (৫০) নামক আসামিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। গ্রেফতারকৃত আসামি উপজেলার দেবীপুর ঝোড়াঘাট গ্রামের মৃত লতিফ মালিথার ছেলে।

গাংনী থানা সূত্রে জানা যায়, দেবীপুর ঝোড়াঘাট গ্রামের বাকী মালিথা (৫০) তার নিজ বসতঘরে গত ২ অক্টোবর একটি শিশুকে জোর পূর্বক ধর্ষণ চেষ্টা করে।

এসময় শিশুটি চিৎকার দিলে আশপাশের মানুষ জড় হয়ে বাকী কে ধরে ফেলে। পরে স্থানীয়ভাবে বিষয়টি মীমাংসা চেষ্টা করে কয়েকজন মাতব্বর। কিন্তু ঘটনা জানাজানি হলে আসামিকে ধরে থানায় নিয়ে আসা হয়।

পরে ওই শিশুটির মা বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এর ০৯(৪)(খ) মামলা রুজু করে। গাংনী থানার মামলা নং-০৯।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাইল জানান, ধর্ষণ চেষ্টার মামলায় গ্রেফতারকৃত আসামিকে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

কালীগঞ্জে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে কৃষক দম্পতিকে পিটিয়ে হত্যার চেষ্টা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার শিমলা-রোকনপুর ইউনিয়নের তিল্লা গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে এক কৃষক দম্পতিকে পিটিয়ে হত্যার চেষ্টা করেছে প্রতিপক্ষরা।

বর্তমানে ওই দম্পতি ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। শনিবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলো-তিল্লা গ্রামের মৃত ভাটাই মন্ডলের ছেলে জামির আলী (৫০) ও তার স্ত্রী সুখজান বেগম (৪৫)।

আহতের স্বজনরা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে পৈত্রিক সুতে পাওয়া জমি নিয়ে তার ভাই আমিরের সাথে তার বিরোধ চলে আসছিলো। এরই জের ধরে শনিবার বিকেলে আমির হোসেন, তারস্ত্রীসহ লোকজন জামিরের বাড়িতে হামলা চালায়। হামলাকারীর জামির ও সুখজান বেধড়ক মারপিট করে পালিয়ে যায়। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে সন্ধ্যায় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

কালীগঞ্জ থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, মারপিটের ঘটনায় এখনও থানায় অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মহেশপুরে রানার বিরুদ্ধে আনিত

অভিযোগ অসত্য; জুলাই আন্দোলনকারীদের চরিত্র হননের চেষ্টা

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক আহবায়ক একজন মসজিদের ইমাম ও সমাজসেবক, নাম হামিদুর রহমান রানা। ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার বলিভদ্রপুর গ্রামে বাড়ি। পরিবারে অর্থনৈতিক সংকট, মাথার গুজার ঠায় হিসেবে আছে শুধু একটি ভিটে বাড়ি। তবুও তাকে অপরাধী বানাতে চায় একটি বিশেষ মহল।

গত মাসের ২৯ জুলাই দুইকটি পত্রিকায় এই রানার বিরুদ্ধে পৌরসভায় চাাঁদাবাজি, এলাকায় দুর্নীতি ও সীমান্ত অপরাধের অভিযোগ তুলে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। অথচ এসব অভিযোগের পক্ষে কোনো তথ্য-প্রমাণ, স্বাক্ষ্য বা ভুক্তভোগীর কোন বক্তব্য তুলে ধরা হয়নি। প্রতিবেদনে এমন সব দাবি করা হয়েছে যা সরেজমিন অনুসন্ধানে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে।একটি বিশেষ মহল সারাদেশে জুলাই আন্দোলন ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের বিতর্কিত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এটা তারই ধারাবাহিকতা।

জানা গেছে, রানা প্রায় ১২ বছর ধরে মহেশপুর উপজেলার স্থানীয় রামচন্দ্রপুর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদে মাসিক কিছু টাকার বিনিময়ে ইমামতির দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর বাবা একজন দিনমজুর ও রাতের বেলা পুকুর পাহারার কাজ করেন। ভাইয়েরা কেউ রাজমিস্ত্রি, কেউ দর্জি কাজ করেন। সংসার চলে অভাব-অনটনের মধ্যেই।

বেশ কিছু দিন পূর্বে তিনি তার বাড়িতে পোষা গরু এবং ছাগল আর পূর্বের পুরাতন একটি মোটরসাইকেল বিক্রি করে কিছু টাকা খালিশপুর এক মোটরসাইকেল শোরুমে দিয়ে বাকিতে একটা মোটরসাইকেল কিনে। যা সেই শোরুম এখনো তার কাছে ৮২ হাজার টাকা পাবে। তার হাতে ভাঙা মোবাইল ফোন যার দাম হয়তো ১২/১৪ হাজার টাকা হবে।

এদিকে স্থানীয় বাসিন্দা হাশেম,শাকিল এরা বলেন, রানা খুবই ভালো ছেলে। মসজিদে নামাজ পড়ায়, এলাকায় কারও ক্ষতি করে না। ওর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে চরিত্রহননের চেষ্টা চলছে।

মসজিদের সভাপতি নজরুল ইসলাম ও সেক্রেটারি ইনতাজ আলী জানান, রানা

অত্যন্ত ধর্মভীরু, সৎ ও সাদাসিধে জীবনযাপন করেন। তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তার পিতা দিনে পরের জমিতে কাজ করে আর রাতে পরের এক পুকুর পাহারা দেয়। তাদের ভিটে বাড়ি ছাড়া মাঠে কোন জমি নেই।

এবিষয়ে মহেশপুর উপজেলার বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক আহবায়ক হামিদুর রহমান রানা বলেন,আমাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হেয় করা হচ্ছে। কিছু প্রভাবশালী মহল আমার সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা মেনে নিতে পারছে না। আমি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছি।

এবিষয়ে মহেশপুর পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী সোহেল রানা বলেন, আমি কালের কণ্ঠে কোনো বক্তব্য দিইনি। তারা যা ছেপেছে, তা তাদের মনগড়া ও মিথ্যা বক্তব্য।
এদিকে সুশীল সমাজ বলছে,সংগঠনের রাজনীতিতে যুক্ত থাকলেই কেউ অপরাধী হয় না। সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া কাউকে এভাবে হেয় করা অনৈতিক ও সাংবাদিকতার নীতিমালার পরিপন্থী।

তারা আরও বলছেন কালের কণ্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি একটি অসহায়, ধর্মপ্রাণ, সাধারণ পরিবারের সন্তানের বিরুদ্ধে একপাক্ষিক, প্রমাণহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারণা। রানার মতো একজন ইমামকে অপরাধী বানানোর চেষ্টা, শুধু ব্যক্তি নয়, সমাজ ও সাংবাদিকতা নীতির বিরুদ্ধেও এক ভয়াবহ আঘাত। এদিকে একটি মহলের ইশারায় জুলাই আন্দোলন ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের বিতর্কিত করার অপচেষ্টা চলছে, যা উদ্বেগজনক। আমরা এই ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা জানাই। এবিষয়ে প্রশাসনকে সঠিক ভাবে তদন্ত করার দাবি রাখেন রানা।

গাংনীতে গাঁজা সেবনে নিষেধ করায় একজনকে গলা কেটে হত্যার

চেষ্টা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জালশুকা গ্রামে উমেদুল ইসলাম (৩০) নামের এক যুবককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গলা কেটে হত্যার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে একই এলাকার শাফায়েত হোসেন (২৬) এর বিরুদ্ধে।

গতকাল শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে জালশুকা গ্রামের উত্তরপাড়ার মাঠে এ ঘটনাটি ঘটে। আহত উমেদুল ইসলাম ওই গ্রামের মৃত গোলাম রসুলের ছেলে এবং অভিযুক্ত শাফায়েত হোসেন একই গ্রামের জহুরুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, উমেদুল ইসলামকে কৌশলে বাড়ির পাশ থেকে ডেকে মাঠে নিয়ে যায় শাফায়েত। একপর্যায়ে ধারালো ছুরি দিয়ে তার গলায় আঘাত করে হত্যার চেষ্টা চালায়। আহত অবস্থায় উমেদুল কোনোমতে পালিয়ে এসে স্থানীয়দের ঘটনার কথা জানায়।

পরিবারের সদস্যরা তাৎক্ষণিকভাবে তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দ্রুত কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাণী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খবর পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

গাংনীতে পার্কে ঘোরানোর নাম করে নাতনিকে ধর্ষণের চেষ্টা, গণধোলাই শেষে পুলিশে সোপর্দ

ঈদে পার্কে ঘুরাতে যাওয়ার নাম করে পঞ্চম শ্রেনীর ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার অপরাধে আসাদুজ্জামান নামের এক রাজমিস্ত্রিকে জনতা আটক করে গণধোলাই শেষে পুলিশে দিয়েছেন। এঘটনায় ভিকটিমকে উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পিরতলা গ্রামের হুরমত তলার মাঠে এই ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত আসাদুজ্জামান পিরতলা গ্রামের আব্দুস সামাদের ছেলে। সে তার নানার বাড়ি একই উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামে বসবাস করেন। ভিকটিম ওই ছাত্রীটি আসাদুজ্জামানের মেয়ে লিজার আপন জা’র মেয়ে।

আসাদুলের মেয়ে লিজা খাতুন জানান, আমার বিয়ে হয়েছে গাংনী উপজেলার খাস মথুরাপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়াতে। ঈদ উপলক্ষে আমি ও আমার জা’র মেয়ে (ভিকটিম) বাবার বাড়িতে বেড়াতে এসেছি। আমার বাবা তাকে পার্কে ঘোরানোর জন্য মোটরসাইকেলে করে নিয়ে যায়। পরে লোকজনের কাছ থেকে শুনছি আমার বাবা মেয়েটিকে ধর্ষণের চেষ্টা চালিয়েছে। ঘটনাটি সত্যি হলে বাবার দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী জানান তিনি।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, নাতি সম্পর্কের ভিকটিমকে পার্কে ঘোরানোর নাম করে নানা আসাদুল সন্ধ্যার পরপরই গ্রামের পাশেই হুরমত তলার মাঠ নামক স্থানে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। ভিকটিম এসময় কৌশলে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে স্থানীয় লোকজনকে জানায়।

এসময় লোকজন অভিযুক্ত আসাদুল ইসলামকে ধরে উত্তম মাধ্যম দেন। খবর পেয়ে স্থানীয় ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে জনতার রোশ থেকে উদ্ধার করে থানায় নেন। পরে ভিকটিমকে উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে নিজের দোষ স্বীকার করেছে বলে জানান ওসি বানী ইসরাইল।

এদিকে ঘটনার পরপরই মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম গাংনী থানায় এসে ভিকটিমের সাথে কথা বলেন। এছাড়া অভিযুক্তকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম জানান, এঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ভিকটিমের সাথে কথা বলা হয়েছে। এছাড়া অভিযুক্তকেও প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মহেশপুরে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে জামায়াত নেতা আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুরে ১০ বছরের এক কন্যা শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে স্থানীয় জামায়াত নেতা মসলেম উদ্দিনকে গ্রামবাসী আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে।

বৃহস্পতিবার (২০ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার কুসুমপুর স্বরুপপুর কওমি মাদরাসায় এ ঘটনা ঘটে।

অভিযুক্ত মসলেম উদ্দিন ওই গ্রামের মৃত ইলাহি বক্সের ছেলে। তিনি স্বরুপপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর প্রচার সম্পাদক।

স্থানীয়রা জানায়, মসলেম উদ্দিনের একটি মুদি দোকান রয়েছে। তিনি ওই শিশুর কাছে অল্পকিছু টাকা পেতেন। সেই টাকা চাওয়ার কথা বলে মাদরাসার একটি কক্ষে ওই শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। পরে আশপাশের এলাকার লোক ওই কক্ষে গিয়ে তাদের বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে পায়।। পরে মসলেম উদ্দিনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

স্বরুপপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জুলফিকার আলী বিশ্বাস বলেন, ‘ওই এলাকার লোকজন মসলেমকে আটক করে। আমি ঘটনাটি জানার পর মহেশপুর থানার ওসিকে জানায়। পরে পুলিশ এসে মসলেমকে নিয়ে যায়।’

এ ব্যাপারে মহেশপুর থানার ওসি ফয়েজ উদ্দিন মৃধা বলেন, ‘ওই শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মসলেম উদ্দিন নামের এক জামায়াত নেতাকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ভুক্তভোগির পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’